দৈনিক জনকণ্ঠ

2·2·MAR·20·3

শিক্ষার নামে কোচিং ব্যবসা বন্ধ করা হোক ॥ সচেতন শিক্ষক ছাত্র ও অভিভাবকদের দাবি

কামরুল হাসান

শিক্ষার নামে কোচিং ব্যবসা দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের মুখে। সচেতন শিক্ষক, সাধারণ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকরা কোচিংয়ের নামে এ ব্যবসা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, কোচিং হলো শিক্ষকদের ব্যবসা; ছাত্ররা এখানে পণ্য। কোচিংয়ের প্রভাবে, শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক বার এসব বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, কিন্তু তা কখনও কার্যকরী হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, সরকারের অনেক মন্ত্রী, এমপি এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা পর্যন্ত কোচিং সেন্টারের পৃষ্ঠপোষক। এঁরা নানাভাবে এই ব্যবসাকে উৎসাহ ও বৈধতা দিয়ে থাকেন।

গত কয়েক বছরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী, সমাজসেবার পরিদর্শক নিয়োগ পদের পরীক্ষা, স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ, সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে কোচিং সেন্টার যুক্ত বলে খবরের কাগজে তথ্যপ্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও কোন কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে উল্লেখ করার মতো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ঢাকা কলেজের এক শিক্ষক এসব তথ্য তুলে ধরে বললেন, প্রতিবছর কোচিং মৌসুম এলেই কোচিং সেন্টারগুলো নানা কায়দায় ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে ছাপায় রং-বেরঙের প্রসপেক্টাস, পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপনও দেয়। অনেকে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে ধরনা দেয়; কোচিংয়ের পরিভাষায় একে বলে ক্যাম্পেইন। ক্যাম্পেইনে অংশ নেয় আগের বছর কোচিং করা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা। প্রতি বছর ক্যাম্পেইন নিয়ে ঘটে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা। কোচিং সেন্টারগুলোর ক্যাম্পেইনের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে পরীক্ষার সময় পুলিশের সাহায্যও নিতে হয়। নটর ডেম ও ভিকারুননিসায় এমন ঘটনা ঘটে প্রতিবছরই। ভর্তি মৌসুম এলে পণ্য কেনাবেচার মতো কমিশন দিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো সংগ্রহ করে তাদের ছাত্র। অনেক কোচিং সেন্টার ভাল ছাত্রদের নিয়ে শুরু করে কাড়াকাড়ি। এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে বড় কোচিং সেন্টারগুলো বেশ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ কোচিং এ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ) নামে একটি সংস্থার জন্ম দেয়। কিন্তু কোন কোচিং সেন্টারই নীতিমালা বেশিদিন মেনে চলেনি। যার ফলে ১৯৯৯ সালে এই সংস্থাটি ভেঙ্গে যায়। এখন

কোচিং বাণিজ্য-শেষ

কোচিং সেন্টারগুলো নানা দলে বিভক্ত। এদের কোন নীতিমালা নেই, নেই সরকারী কোন প্রভাব।

কোচিং সেন্টার নিয়ে কিছুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন বলেছিলেন, কোচিং কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সে কারণে সরকার এই ব্যবসা বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ক্লাসে পঠন-পাঠন কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে কোচিং নিষিদ্ধ করা হবে। সঙ্গে নির্মূল করা হবে নিষিদ্ধ ঘোষিত গাইড বই। এক বছর আগে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকরী হয়নি। ইতোমধ্যে মন্ত্রী অনেক কোচিং সেন্টারের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সেই সব প্রতিষ্ঠানকেই উল্টা উৎসাহ দিয়েছেন।

কোচিংয়ের বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন ঢাকা নটর ডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা। তিনি বলেন, নটর ডেম কলেজে কোচিং নিষিদ্ধ। অথচ এ কলেজের ছেলেরা প্রতিবছরই ভাল ফল করে। কোচিং না করলেও- যে ফল ভাল হয়না এটা তার বড় প্রমাণ। তিনি বলেন, ক্লাসেই যদি পড়া হয়ে যায় তবে সেই ছাত্রকে কেন কোচিং করতে হবে? তিনি বলেন, কোচিং হলো শিক্ষকদের ব্যবসা; ছাত্ররা এখানে পণ্য। এটা অবশ্যই নির্মূল করা দরকার।

মোহাম্মদপুরের সেন্ট জোসেফ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার জন রোজারিও এ প্রসঙ্গে বলেন, কোচিং এখন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। টাকাওয়ালাদের কাছে এসব আত্মসম্মানের ব্যাপার। তাঁরা অন্যের দেখাদেখি ছেলেদের কোচিং করতে পাঠাচ্ছেন। তিনি বলেন, কোচিং না করে ভাল ফল করে এমন ছাত্র কম নেই।

কোচিং নিয়ে কথা হয় ভিকারুননিসা স্কুলের ছাত্রী সামিরার মা সাবিহার সঙ্গে। তিনি বলেন, ক্লাসে এখন সব পড়া হয় না। এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও অনেক। এ কারণে বাদবাকি পড়াটা করতে হয় কোচিং সেন্টারে গিয়ে। তাঁর দাবি ভাল রেজাল্ট করতে হলে কোচিং সেন্টারের বিকল্প নেই।

সাবিহার মতো একই দাবি কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের। তাঁরা বলেন, কোচিং সেন্টার কিছু টেকনিক শিখিয়ে দেয়- যা স্কুলে পড়ানো হয় না। স্কুলের পড়া ঠিকমতো হলে কোচিংয়ের দরকার হতো না বলে তাঁরা মনে করেন।

কোচিং সেন্টার এক ধরনের বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি। নৈতিকতা বা অর্থনৈতিক দিক থেকে অথবা উপযুক্ত শিক্ষার প্রশ্নে কোচিং ব্যবসা বা কোচিংনির্ভরতা সমর্থনযোগ্য নয়। বিদ্যার্থীদের মেধার বিকাশে এটি এক বড় অন্তরায়। যে শিক্ষক শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করছেন তাঁদের নৈতিকতাবোধসম্পন্ন শিক্ষক বলা যায় কিনা সেটিও একটি প্রশ্ন। বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তার জন্য পরীক্ষায় নকল, সেশনজট, গাইড বই ও কোচিং সেন্টার সমানভাবে দায়ী। শিক্ষাঙ্গনের এই অবস্থা আর যাই হোক জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে না।